বিএলআরআই নিউজলেটার

BLRI Newsletter - a free updates on livestock research and production, Volume 17, Issue 02, 2026

গবেষণায় সফলতার জন্য স্বর্ণপদক ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পদোন্নতি প্রদান

কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী



গবেষণা কার্যক্রমে নতুন উদ্ভাবন ও সফলতা অর্জনকারীদের স্বর্ণপদকসহ পদোন্নতিতে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বলে মন্তব্য করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এবং কৃষিমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ। তিনি বলেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে ও সরকারি পর্যায়ে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেই গবেষণাকে। এই গবেষণা করে যারাই সফলতা অর্জন করবে তাদেরকে মূল্যায়ন করা হবে। তাদের সার্বিক বিবেচনায় অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।



গত ১৪/০৫/২০২৬ খ্রি. তারিখ বৃহস্পতিবার দেশের প্রাণিসম্পদ খাতের গবেষণার একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এ আয়োজিত "বিএলআরআই এর সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণ ও মতবিনিময়" শীর্ষক সভায় ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী-কর্মকর্তাদের সাথে আলাপচারিতায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ এ কথা বলেন।

এ সময় মন্ত্রী মহোদয় আরও বলেন, কৃষক বাঁচলে বাংলাদেশ বাঁচবে। কৃষকদের ফসল উৎপাদন বাড়াতে ভূ-উপরস্থ পানি ব্যবহারের জন্য বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান খাল খনন কর্মসূচি নিয়েছিলেন। সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া সর্বপ্রথম কৃষিঋণ মওকুফ করেছিল। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সরকার তিন মাসেই কৃষক কার্ড, ১০ হাজার টাকা ঋণ মওকুফসহ কৃষকের জন্য কাজ করা শুরু করেছেন। তিনি আরও বলেন, কৃষক, কৃষি উৎপাদন এবং সরবরাহ নিশ্চিতে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। হাওরের কোন বাঁধ ভেঙে গেছে, কৃষকের ধান পানিতে ডুবে যাচ্ছে সে ব্যাপারেও প্রধানমন্ত্রী খোঁজ নিচ্ছেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছেন।



কৃষক অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হলে দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, লাল গালিচা নয় আপনাদের গবেষণা আমাকে আনন্দিত করবে। আমাদের দেশে ১২ মাস ফসল ফলানোর পরও আমরা কেন গরীব? এজন্য আমাদের চিন্তা করতে হবে। আমরা নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে গুরুত্ব দিচ্ছি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ আমাদের থেকে শাক-সবজি ও খাদ্যপণ্য রপ্তানির করতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। আমরা সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে উৎপাদন করবো। মন্ত্রী আরও বলেন, অধিক পরিমাণ কীটনাশক, সার ব্যবহারের কারণে আমাদের মাটির স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মাটির স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে হবে।

ইনস্টিটিউটে গবেষণায় বরাদ্দ কম থাকা বিষয়ে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, গবেষণায় বরাদ্দ দিতে আমার কৃপণতা নেই বরং উদার। আমাদের হাজার হাজার হেক্টর জমি পড়ে আছে। সেখানে ঘাস চাষে গুরুত্ব দিতে হবে। আমাদের আইল্যান্ড পড়ে আছে সেখানে ঘাস চাষের ব্যবস্থা করতে হবে। গবেষণায় যারা ভালো করবে তাদেরকে স্বর্ণপদকসহ নানাভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। আগামীতে গবেষণা কাজে বাজেট বাড়ানো হবে। আমরা গবেষণায় অর্থায়নে কৃপণতা করবো না। তিনি বলেন, আফ্রিকাসহ বিভিন্ন দেশ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল চাচ্ছে। সত্যিকারের ব্ল্যাক বেঙ্গলের মাংসের দাম বেশি। এটি আমাদের নিজস্ব প্রজাতি। আপনারা এটির উন্নয়ন করুন। মুন্সিগঞ্জের মীর কাদিম হারিয়ে যাচ্ছে এটা নিয়ে কাজ করছেন এটি ভালো দিক। পশুখাদ্য নিয়ে তিনি বলেন, দেশে ভুট্টা চাষ বাড়ছে। সেই ভুট্টার গাছকে মহিষের খাবার হিসেবে প্রস্তুতে ব্যবস্থা নিতে হবে। যে বিজ্ঞানী কাজটি করতে পারবে তাকে ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয়ভাবে পদক দেয়া হবে। দেশি মুরগির জাত নিয়ে বলেন, এ আবহাওয়ার সঙ্গে দেশি মুরগির জাত উন্নত করে মাঠপর্যায়ে সরবরাহ করুন। এটির মাংস ও ডিমের উৎপাদন বাড়াতে হবে।



আমিন উর রশিদ আরও বলেন, কাউকে ক্ষতি না করে পৃথিবীকে উপভোগ করতে হবে। এ সরকার সমস্যা সমাধান করার প্রতিজ্ঞাকারী সরকার। এজন্যই জনগণ আমাদের ভোট দিয়েছে। আপনাদের সমস্যা সমাধান করবো। তিনি আরও বলেন, অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামী দিনের জন্য ভালো কিছু রেখে যাবো এটাই হোক প্রতিজ্ঞা। মত বিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা-১৯ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য ডা. দেওয়ান মোহাম্মদ সালাউদ্দিন এবং সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মো. দেলোয়ার হোসেন। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ এবং বিএলআরআই এর বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান/দপ্তর প্রধান, প্রকল্প পরিচালক ও শাখাপ্রধানসহ সকল পর্যায়ের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাবৃন্দ। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মাননীয় সাংসদ ডা. দেওয়ান মোহাম্মদ সালাউদ্দিন বলেন, আপনারা স্বাধীনভাবে কাজ করুন। জাতীয়ভাবে আপনাদের গবেষণার সুফল পাওয়া যাচ্ছে। পাশাপাশি বিএলআরআই এর জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ ও গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত অর্থায়ন নিশ্চিত করতে মন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানান।

পাশাপাশি সম্মানীয় অতিথির বক্তব্যে সচিব জনাব মো. দেলোয়ার হোসেন বলেন, গবেষণায় বাজেট বরাদ্দ এবং নতুন নতুন পদ সৃষ্টি করার জন্য কিছুটা সময় দরকার হবে। অন্যান্য বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

সভাপতির বক্তব্যে ড. শাকিলা ফারুক বলেন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কৃষিরই অংশ। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নতুন জাত দরকার, ভ্যাক্সিন দরকার। গ্রিন হাউস গ্যাস কীভাবে হ্রাস করা যায় তা নিয়ে আমরা কাজ করছি। দেশীয় জাত পালনের সুফল উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা দেশীয় জাতগুলোর পরিচর্যা করি না। অথচ এখানে সঠিক পরিবেশ দেওয়ায় আরো উন্নত হচ্ছে। দেশি মুরগি ৫৬ দিনে খাবার উপযোগী হচ্ছে, ডিমের উৎপাদন বছরে ৫০টি থেকে ৩০০ টি ডিমে উন্নীত হয়েছে। পাশাপাশি গরুর দুধ উৎপাদন বাড়ছে। রোগ-বালাই আগের তুলনায় অনেক কম হচ্ছে। এসময় দেশের পোল্ট্রি শিল্পের উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে পোল্ট্রি গবেষণা ইনস্টিটিউট করার দাবি জানান তিনি।

বেলা ১২.১৫ ঘটিকায় ইনস্টিটিউটের সম্মেলন কক্ষে (চতুর্থ তলা) মতবিনিময় সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (গবেষণা) (রু.দা.) ড. মোঃ জিল্লুর রহমান। এছাড়াও সভায় ইনস্টিটিউটের পরিচিতি, সক্ষমতা, অবকাঠামোসহ চলমান গবেষণা কার্যক্রমসমূহ এবং বিএলআরআই-এর সাফল্য ও উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিবেশনা উপস্থাপন করেন ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং দপ্তর প্রধান ড. সরদার মোহাম্মদ আমানুল্লাহ।

এর আগে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সকালে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত মাছের পোনা অবমুক্তকরণ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। কর্মসূচি সমাপ্ত করে বেলা ১২.০০ ঘটিকায় তিনি বিএলআরআই পরিদর্শন করেন। এসময় মাননীয় মন্ত্রী এবং মাননীয় সাংসদ বিএলআরআই এ পৌঁছে একটি করে নিম গাছের চারা রোপণ করেন। পাশাপাশি সংক্ষিপ্ত মতবিনিময় সভা শেষ করে মাননীয় মন্ত্রী ও অন্যান্য অতিথিগণ ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন গবেষণাগার ও খামার পরিদর্শন করেন। মন্ত্রী মহোদয়ের পরির্দশনের মধ্যে ছিলো দেশি মুরগির খামার, ক্যাটেল গবেষণা খামার, মহিষ গবেষণা খামার, বিএলআরআই ফডার জার্মপ্লাজম ব্যাংক এবং ট্রান্সবাউন্ডারি এ্যানিমেল ডিজিজ রিসার্চ সেন্টার ল্যাবরেটরি।

আগামীতে গবেষণা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হবে

কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী



আগামীতে গবেষণা খাতে আরও বেশি বরাদ্দ প্রদান করা হবে। গবেষণা ছাড়া দেশ এগিয়ে যেতে পারবে না। গবেষণা বিষয়ে সরকার কোন কৃপণতা করবে না। তবে প্রকৃত অর্থে গবেষণা হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "মহিষ গবেষণা ও উন্নয়ন (প্রথম সংশোধিত)" শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের সমাপনী কর্মশালা উদ্বোধনকালে গত ১৬/০৬/২০২৬ খ্রি. তারিখ কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ একথা বলেন।



মহিষ পালনকে জনপ্রিয় করার জন্য তিনি গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, উন্নত দেশসমূহে মহিষ দুধের অনেক বড় একটি উৎস। আমাদের দেশের

চরাঞ্চলে তুলনামূলক কম কৃষি কাজ হয়। এখানে যদি আমরা লবণাক্ত মাটির জন্য উপযোগী লবণ সহিষ্ণু জাতের ঘাস চাষ করতে পারি, তবে মহিষ পালনের একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র হতে পারে। ভবিষ্যতে কৃষি কাজের জন্য জায়গার স্বল্পতা দেখা যাবে। তাই কম জায়গায় কিভাবে মহিষ পালন করা যায় সে বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। এসময় তিনি আরও বলেন, এদেশের ৭৫ ভাগ মানুষ কৃষির সাথে জড়িত। তাই কৃষি অর্থনীতি এদেশের অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিকে যুগোপযোগী করার জন্য গবেষণারও গুরুত্ব রয়েছে। এর আগে সকালে মন্ত্রী মহোদয় বিএলআরআইতে পৌঁছানোর পর বিএলআরআই এর ছাগল গবেষণা খামার পরিদর্শন করেন। এসময় তিনি বলেন, ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল আমাদের হাজার বছরের ইতিহাস। আমরা ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল আবার ছড়িয়ে দিতে চাই। সমাপনী কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মো. দেলোয়ার হোসেন এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ এর উপাচার্য প্রফেসর ড. এ কে ফজলুল হক ভূঁইয়া। সম্মানীয় অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো. শাহজামান খান। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক।



সকাল ০৯.৩০ ঘটিকায় ইনস্টিটিউটের সম্মেলন কক্ষে (চতুর্থ তলা) পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হতে পাঠের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর আমন্ত্রিত অতিথিদের উদ্দেশ্যে স্বাগত বক্তব্য এবং মহিষ গবেষণা ও উন্নয়ন (প্রথম সংশোধিত) প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও অর্জন তুলে ধরেন প্রকল্পটির প্রকল্প পরিচালক ও বিএলআরআই এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. গৌতম কুমার দেব। এসময় তিনি প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রমের ফলাফল এবং প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো ও অর্জনসমূহ তুলে ধরেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের পর প্রকল্পের উপকারভোগী একজন খামারিও তার অনুভূতি ব্যক্ত করেন এবং খামারের সাফল্য তুলে ধরেন। এরপর আমন্ত্রিত অতিথিরা একে একে তাদের বক্তব্য প্রদান করেন।



বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব বলেন, গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে মৌলিক গবেষণার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। প্রকল্প হতে যে সকল প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে, সেগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। অনুষ্ঠানের সভাপতি ও বিএলআরআই-এর মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক তার সমাপনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কর্মশালাটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন, আমাদের দেশে মহিষের সংখ্যা কম, মহিষের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করতে হবে। মহিষ গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প হতে যে সকল প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে, তা দেশের মহিষের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে সহায়ক হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সমাপ্তির পরে অনুষ্ঠিত হয় কারিগরি সেশন। এসময় প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত গবেষণা কার্যক্রমসমূহের বিস্তারিত বিবরণ ও ফলাফল উপস্থাপন করেন সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও বিএলআরআই এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. গৌতম কুমার দেব। এসময় প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন বিএরআরআই এর সাবেক মহাপরিচালকগণ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত অধ্যাপক ও শিক্ষকগণ এবং বিভিন্ন সংগঠন থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ।

উক্ত কর্মশালায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়সহ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের প্রতিনিধিবৃন্দ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, মহিষ সংক্রান্ত কাজের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও এনজিও প্রতিনিধিবৃন্দ, বিএলআরআই এর বিভিন্ন পর্যায়ের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। মহিষ গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অর্জন, মহিষ সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দেশীয় মহিষের জাত সংরক্ষণ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকল্পে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থায়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট "মহিষ গবেষণা ও উন্নয়ন" শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়। প্রারম্ভিকভাবে প্রকল্পের সময়কাল নির্ধারণ করা হয় জুলাই' ২০২০ হতে জুন' ২০২৫ পর্যন্ত এবং প্রাক্কলন ব্যয় ধরা হয় ৬২.১৩ কোটি টাকা। পরবর্তীতে প্রকল্পের মেয়াদকাল জুন'২০২৬ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় এবং প্রাক্কলন ব্যয় নির্ধারণ করা হয় ৭২.১১ কোটি টাকা। দেশের ০৭ টি বিভাগের ১২ টি জেলার ১২ টি উপজেলায় প্রকল্পটির কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়।

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্যসমূহ হলো- দেশি নদীর মহিষের দুধ উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জাত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ; দেশে উৎপাদিত সংকর (মুররাহ × দেশি) জাতের মহিষের F1 প্রজন্মের উৎপাদনশীলতা যাচাই ও F1 প্রজন্মের বাচ্চা উৎপাদন; দেশীয় আবহাওয়ায় অভিযোজনের লক্ষ্যে বিশুদ্ধ মুররাহ জাতের মহিষের সিলেকটিভ ব্রিডিং কার্যক্রম গ্রহণ ও G1 প্রজন্মের বাচ্চা উৎপাদন এবং লাভজনক মহিষ পালন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে ন্যূনতম ৫টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও খামারি পর্যায়ে অভিযোজন।

এসব উদ্দেশ্য পূরণে প্রকল্পের আওতায় দেশি জাতের মহিষের কৌলিকমান উন্নয়নের জন্য অধিক দুধ উৎপাদনশীল ৫০টি গাভী ও ১৫টি ষাঁড় মহিষ সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়াও, বিশুদ্ধ মুররাহ জাতের মহিষের একটি নিউক্লিয়াস হার্ড গঠনের জন্য ৪৫টি গাভী, ৫টি ষাঁড় এবং ৩৭টি বাছুর সংগ্রহ করা হয়েছে। বিএলআরআই প্রধান কার্যালয়, সাভার, ঢাকায় ৭টি এবং বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, গোদাগাড়ী, রাজশাহীতে ৬টি শেড এবং বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ রাস্তা, মাস্টার ড্রেন, পানি সরবরাহ সংযোগ ইত্যাদি ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। পাশাপাশি ৩টি অফিস কাম গবেষণা ভবনের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং বিদ্যমান গবেষণাগারের জন্য প্রয়োজনীয়তার নিরিখে প্রায় ১৫০টি গবেষণা সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় একটি ট্রাক্টর, ট্রাক্টর ট্রলি, হ্যাসলার, স্লাসার, ফডার চপার, হিট ডিটেক্টর, মহিষের ওজন নেওয়ার স্কেল, হ্যান্ড ফিড ট্রলি ইত্যাদি খামার সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রকল্প এলাকার খামারিদেরকে ফডার চাষে উৎসাহিত করার জন্য ফডার কাটিং বিতরণ করা হয়েছে এবং খামারিদের মহিষে প্রায় ৩০,০০০ ডোজ কৃমিনাশক ও ৩২,০০০ ডোজ টিকা প্রদান করা হয়েছে। খামারিদের বাসায় চলমান গবেষণা ট্রায়ালের মাধ্যমে বিভিন্ন খাদ্য উপকরণও প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় ১৬৫০ জন মহিষ পালনকারী খামারি ও ১০০ জন উদ্যোক্তাকে মহিষ পালন বিষয়ে এবং ১০৪ জন কর্মকর্তা ও ৬০ জন কর্মচারীরকে আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিএলআরআই এর রাজস্বখাতের ২ জন বিজ্ঞানীকে বিদেশে পিএইচডি সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় ১০টি গবেষণা ক্ষেত্রে ১৯টি গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাস্তবায়িত প্রধান গবেষণা কার্যক্রমসমূহ হলো- সংকর জাতের মহিষের উৎপাদনশীলতা মূল্যায়ন; দেশি মহিষের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন; প্রজনন সম্পৃক্ত জীব-প্রযুক্তি ব্যবহার পূর্বক দেশি মহিষের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ; মহিষের দুধে ফ্যাট এবং আমিষ উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত মার্কার জিন সনাক্তকরণ; রোগ নির্ণয় প্রযুক্তি, কার্যকর চিকিৎসা পদ্ধতি এবং রোগ নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি উদ্ভাবন; অধিক দুধ উৎপাদনক্ষম মহিষের জন্য খাদ্য ও পুষ্টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন; নিরাপদ মহিষের মাংস উৎপাদনের জন্য মহিষ হৃষ্টপুষ্টকরণ মডেল উদ্ভাবন; মহিষের দুধ থেকে খাদ্যজাত পণ্য উদ্ভাবনের এসওপি এবং খামারি পর্যায়ে দুধের সংরক্ষণকাল বৃদ্ধির প্রযুক্তি উন্নয়ন; মহিষ খামারে পরিবেশ-বান্ধব ও উন্নত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খামারের আয় বৃদ্ধি এবং খামারি পর্যায়ে মহিষ পালনের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন।

এসব গবেষণা কার্যক্রমের আওতায় ইতোমধ্যেই বেশ কিছু প্রযুক্তি উন্নয়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে- মহিষ পালনে রোটেশনাল পদ্ধতিতে পাকচং ফডার উৎপাদন, বাছুর মহিষ পালনে প্রোটিন সমৃদ্ধ পিলেট স্টার্টার উদ্ভাবন, মহিষে গলাফোলা রোগের জীবাণু সনাক্তকরণে চিটোসান-গ্রাফিন-ভিত্তিক ন্যানোবায়ো সেন্সর ডিভাইস উদ্ভাবন, মহিষের বাছুরে গোলকৃমি নিয়ন্ত্রণে প্রথমবার কৃমিনাশক প্রদানের উপযুক্ত বয়স নির্ধারণ, খামারের বর্জ্য পানির পুনঃব্যবহারের মাধ্যমে স্বল্প খরচে ফডার উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, মহিষে কৃত্রিম প্রজনন সহায়ক পেনিস সদৃশ ডিভাইস উদ্ভাবন, স্বাস্থ্যকর ফাইবারযুক্ত দুগ্ধ পণ্য উদ্ভাবন, মার্কার সহায়ক প্রজনন মহিষ নির্বাচন এবং দুগ্ধ পণ্যের ভ্যালুএডিশন (পনির ও রসমালাই)। এছাড়াও প্রকল্পের গবেষণা ফলাফল থেকে ১৪টি গবেষণা প্রবন্ধ আন্তর্জাতিক সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে এবং ৫০ টির অধিক প্রবন্ধ সেমিনার/কনফারেন্স এর প্রসেডিংয়ে ও বিএলআরআই জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

আগামীতে অর্গানিক মাংস রপ্তানি করবে বাংলাদেশ

কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী



কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ বলেছেন, কোন প্রকার জিনেটিক পরিবর্তন না ঘটিয়ে প্রাকৃতিক ও পুষ্টিসম্পন্ন ঘাস গবাদিপ্রাণীকে প্রদানের মাধ্যমে উৎপন্ন মাংস আগামী তিন বছরের মধ্যে রপ্তানি করবে বাংলাদেশ। গত ২০/০৫/২০২৬ খ্রি. তারিখ বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এবং অস্ট্রেলিয়ার চার্লস স্টার্ট ইউনিভার্সিটি (সিএসইউ)-এর যৌথ উদ্যোগে এবং অস্ট্রেলিয়া সরকারের ডিপার্টমেন্ট অব ফরেন অ্যাফেয়ার্সের অর্থায়নে রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে "অস্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশ রিসার্চ শোকেস" শীর্ষক একটি সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। সেমিনারের মূল প্রতিপাদ্য ছিল "জলবায়ু সহনশীল খাদ্য ব্যবস্থা-ব্যবহারিক সমাধান ও অংশীদারিত্ব"।



মন্ত্রী বলেন, বর্তমান বিশ্বে নিরাপদ খাদ্য ও নিউট্রিশনাল ফুড খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। জেনেটিক মোডিফাইড ফুড পৃথিবীকে কল্যাণের দিকে নিয়ে যেতে পারেনি। গবেষণার মাধ্যমে নেপিয়ার ঘাসের এমন এক পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে, যা ১৮% প্রোটিন সম্পন্ন। মন্ত্রী আরো বলেন, গবাদিপ্রাণীর জন্য উচ্চ প্রোটিনসমৃদ্ধ ও খরা-সহিষ্ণু ঘাস উদ্ভাবন প্রাণিসম্পদ খাতে এক যুগান্তকারী অগ্রগতি, যা স্বল্প ব্যয়ে উন্নতমানের প্রাণিখাদ্য উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এর ফলে মাংস উৎপাদন ব্যয় কমবে এবং সাধারণ মানুষের জন্য মাংসের দামও তুলনামূলকভাবে সহনীয় পর্যায়ে আনা সম্ভব হবে।

মন্ত্রী গবেষক ও বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্যে বলেন, দেশের কল্যাণে স্বাধীনভাবে গবেষণা ও উদ্ভাবনী কাজের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবন আগামী দিনে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃতি পাবে এবং দেশের প্রাণিসম্পদ ও কৃষি খাতকে আরও সমৃদ্ধ করবে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেন, গবাদিপশুর খাদ্য উৎপাদন ব্যয় কমানো গেলে মাংস উৎপাদনের খরচও কমবে এবং তা ভোক্তাদের কাছে তুলনামূলক সাশ্রয়ী মূল্যে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। কম খরচে উন্নতমানের ঘাস ও প্রাণিখাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করতে গবেষণা ও প্রযুক্তি নির্ভর উদ্যোগের ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। প্রতিমন্ত্রী বলেন, স্বাধীন চিন্তা, গবেষণা এবং উদ্ভাবনী উদ্যোগকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন, যাতে গবেষকরা দেশের কল্যাণে কার্যকর অবদান রাখতে পারেন।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব মো. দেলোয়ার হোসেন বলেন, ঘাস উৎপাদনে বিপ্লব এসেছে। আগামীতে এধরনের আরও বিপ্লব আসবে। সরকারের কাজ হলো পলিসি সাপোর্ট দেওয়া, আমরা ভালো কাজে সাপোর্ট দিয়ে যাবো। আমরা আধুনিক, টেকসই, নিরাপদ ও জলবায়ুসহিষ্ণু প্রাণিসম্পদ খাত গড়ে তুলতে কাজ করবো। সকাল ১০.০০ টায় পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠের মাধ্যমে সেমিনারটি শুরু হয়। এরপর আমন্ত্রিত অতিথিদের উদ্দেশ্যে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বিএলআরআই-

এর পরিচালক (গবেষণা) (রু.দা.) ড. মো. জিল্লুর রহমান এবং চার্লস স্টার্ট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ও গুলবালি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক ড. ক্যামেরন ক্লার্ক।



এরপর "অস্ট্রেলিয়া- বাংলাদেশ কৃষি অংশীদারিত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত অস্ট্রেলিয়ার ডেপুটি হাই কমিশনার জনাব ক্লিনটন পবকি এবং জুম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে একই বিষয়ের উপরে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অস্ট্রেলিয়ান সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল রিসার্চ (এসিআইএআর) এর রিসার্চ ডিরেক্টর ড. স্টিফেন ক্রিস্প।

সেমিনারে পরিবেশবান্ধব ও স্বল্প ব্যয়ী গরুর মাংস উৎপাদন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা এবং টেকসই প্রাণিসম্পদ ব্যবস্থাপনা নিয়ে "এনভায়রনমেন্টালি সাসটেইনেবল লো-কস্ট বিফ প্রোডাকশন- প্র্যাকটিক্যাল সলুশনস অ্যান্ড পার্টনারশিপ" শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিএলআরআই-এর ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রকল্প সমন্বয়কারী ড. মোহাম্মদ খায়রুল বাশার। "ফিড ফার্স্ট সিস্টেমস: রিডিউসিং ফিড কস্ট থ্রু দি ম্যানেজমেন্ট অব নেপিয়ার গ্রাস" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অস্ট্রেলিয়ার সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ ফেলো (অ্যাকাডেমিক স্টাফ) ড. রফিকুল ইসলাম এবং চার্লস স্টার্ট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ও গুলবালি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক ড. ক্যামেরন ক্লার্ক। এছাড়াও ওয়ান হেলথ গবেষণা, গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলের ক্ষুদ্র খামারিদের খাদ্য ব্যবস্থা উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ের উপরেও গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিএলআরআই-এর ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রকল্প সমন্বয়কারী ড. মোহাম্মদ খায়রুল বাশার। তাঁর উপস্থাপনায় তিনি বলেন, বাংলাদেশে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা ক্রমাগত বাড়লেও উচ্চ উৎপাদন ব্যয় ও খাদ্য সংকটের কারণে প্রাণিজ প্রোটিন এবং গরুর মাংস সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। উপস্থাপনায় তিনি সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান উপস্থাপন করে দেখান, দেশে গরুর মাংসের খুচরা মূল্য ২০১৫ সালের তুলনায় প্রায় ২.৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রাণিজ আমিষ গ্রহণের হার বাড়লেও উচ্চমূল্যের কারণে গরুর মাংস গ্রহণের পরিমাণ দিন দিন কমছে। গবেষণায় দেখা গেছে উচ্চ খাদ্য ব্যয়, নিম্নমানের রাফেজ এবং অতিরিক্ত কনসেনট্রেট ব্যবহারের মতো বিষয়গুলো গরুর মাংসের মূল্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। প্রবন্ধে আরও উল্লেখ করা হয় গবেষণায় দেখা গেছে উন্নত জাতের নেপিয়ার ঘাস, সুষম খাদ্য ব্যবস্থাপনা, টিএমআর (Total Mixed Ration) প্রযুক্তি এবং খামার বর্জ্যের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে উৎপাদন ব্যয় ২০-২৫ শতাংশ পর্যন্ত কমানো সম্ভব। এ প্রেক্ষিতে চলমান গবেষণার ভবিষ্যৎ লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে প্রতি কেজি গরুর মাংস ৫০০ থেকে ৬০০ টাকার মধ্যে উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রবন্ধে প্রাণিসম্পদ খাতে গ্রিনহাউস গ্যাস ও মিথেন নিঃসরণ হ্রাসে করণীয় বিষয়ও তুলে ধরা হয়। গবেষকদের মতে, উন্নত খাদ্য ব্যবস্থাপনা, সবুজ ঘাস উৎপাদন বৃদ্ধি, বায়োগ্যাস প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কার্বন ব্যালেন্সিং পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব প্রাণিসম্পদ খাত গড়ে তোলা সম্ভব। অনুষ্ঠানের একটি বিশেষ পর্বে নারী ও পুরুষ ক্ষুদ্র খামারিরা মাঠ পর্যায়ের বাস্তব চ্যালেঞ্জ তুলে ধরেন। উক্ত সেমিনারে প্রায় শতাধিক অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন। এদের মধ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, গবেষক, শিক্ষাবিদ, নীতিনির্ধারক, প্রাণিসম্পদ খাতের পেশাজীবী, উন্নয়ন সহযোগী, বিএলআরআই এর প্রতিনিধিবৃন্দ এবং খামারিরা অংশগ্রহণ করেন।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করতে কাজ করছে সরকার

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী



মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেছেন, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, ক্ষুদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ খাতকে আরও কার্যকরভাবে কাজে লাগানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গত ২৫ জুন ২০২৬ খ্রি. তারিখে বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়িতে অবস্থিত বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিএলআরআই) আঞ্চলিক কেন্দ্র পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের হাত ধরে নাইক্ষ্যংছড়ির এ খামারটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। খামারটির অন্যতম বিশেষত্ব ছিল গয়াল সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে এসব প্রাণী বিতরণের ব্যবস্থা করা। বর্তমান সরকার সেই লক্ষ্যকে আরও সম্প্রসারিত করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে কাজ করছে। তিনি বলেন, ইতোমধ্যে বিভিন্ন খামারির মাঝে ছাগল ও ভেড়া বিতরণ করা হয়েছে। সরকারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এসব খামারে গবেষণার মাধ্যমে কীভাবে প্রান্তিক পর্যায়ের খামারিদের আরও সহায়তা দেওয়া যায়, সে বিষয়ে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, একজন প্রান্তিক মানুষ যদি ছাগল, ভেড়া, গরু, মুরগি পেয়ে সেগুলো বাড়িতে লালন-পালন করতে পারেন, তাহলে তিনি নিজেই উপার্জনের সক্ষমতা অর্জন করতে পারবেন এবং স্বাবলম্বী হয়ে উঠবেন। প্রান্তিক মানুষের এই আত্মনির্ভরশীলতা নিশ্চিত করাই সরকারের মূল লক্ষ্য। এজন্য প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে আগামী দিনে একটি সমৃদ্ধ, আত্মনির্ভরশীল ও সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে।



প্রতিমন্ত্রী নাইক্ষ্যংছড়ি আঞ্চলিক কেন্দ্রের গয়াল শেড, হরিণ শেড এবং ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের শেড পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি গয়ালের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অন্যান্য প্রাণীর সার্বিক সুবিধা নিশ্চিত করতে বিএলআরআই-এর কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। পরে তিনি স্থানীয় খামারিদের মাঝে মুরগি, ছাগী, ছাগলের পাঠা, ভেড়া ও ভেড়ার পাঠা বিতরণ করেন। এ সময় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো: দেলোয়ার হোসেন, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. খালেদ কনক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: শাহজামান খান, বিএলআরআই-এর মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক, মৎস্য অধিদপ্তর চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় পরিচালক মো: আনোয়ার হোসেন, অতিরিক্ত পরিচালক ড. এ বি এম মুস্তানুর রহমান, পরিচালক (গবেষণা) (রু.দা.) ড. মো. জিল্লুর রহমান, কক্সবাজার জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ নাজমুল হুদা, অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ ও স্থানীয় খামারিরা উপস্থিত ছিলেন।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের বিএলআরআই পরিদর্শন

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মো. দেলোয়ার হোসেন গত ২৪/০৪/২০২৬ খ্রি. তারিখ বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) পরিদর্শন করেন এবং ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাগণের সাথে মত বিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ গ্রহণ করেন। মত বিনিময় সভাটি সঞ্চালনা করেন বিএলআরআই-এর মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক।



এসময় সচিব মহোদয়ের সফরসঙ্গী হিসেবে সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মো. হেমায়েত হোসেন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো. শাহজামান খান এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।



উপস্থিত বিজ্ঞানীবৃন্দ ও কর্মকর্তাগণের পরিচিতি পর্ব সমাপ্ত হওয়ার পর ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. সরদার মোহাম্মদ আমানুল্লাহ ইনস্টিটিউটের পরিচিতি, সক্ষমতা, অবকাঠামোসহ চলমান গবেষণা কার্যক্রমসমূহ এবং বিএলআরআই-এর সাফল্য ও উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিবেশনা উপস্থাপন করেন। সচিব মহোদয় ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে প্রশ্ন করেন এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নিজের মতামত ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি এসময় ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে মহাপরিচালক মহোদয় সচিব মহোদয়কে শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করেন।



সচিব জনাব মো. দেলোয়ার হোসেন এসময় বলেন, প্রাণিসম্পদ খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা নেওয়া, এর বিদ্যমান সমস্যাসমূহ এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহ চিহ্নিত করার লক্ষ্যেই পরিদর্শন করছি। প্রাণিসম্পদ খাত একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় খাত। প্রাণিসম্পদ খাতের অন্যতম সম্ভাবনা রয়েছে উন্নত দেশসমূহে রপ্তানি করার। ভবিষ্যতে উন্নত দেশসমূহের প্রাণিসম্পদ খাতের শ্রম বাজারে দক্ষ লোকের চাহিদা তৈরি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। মত বিনিময় সভা শেষে সচিব মহোদয় প্রধান অতিথি হিসেবে ইনস্টিটিউটের চলমান পোল্ট্রি গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ (২য় সংশোধিত) শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের আয়োজনে আয়োজিত "উন্নত প্রযুক্তিতে স্বাস্থ্যসম্মত, নিরাপদ ও ভ্যালু এডেড পোল্ট্রি উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ" শীর্ষক খামারি প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

প্রশিক্ষণ উদ্বোধনকালে সচিব মহোদয় খামারিদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমাদের নকলের দিকে যাওয়া যাবে না। মুরগিকে সব সময় ভালোমানের ও নিরাপদ খাবার দিতে হবে। এতে করে একদিকে দেশের মানুষের ভালো হবে, তেমনি অন্যদিকে আমাদের পরকালে এর জন্য জবাবদিহিতাও করতে হবে না।



এসময় তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকার দেশের উন্নয়নের জন্য দিনরাত কাজ করে যাচ্ছে, দেশকে উন্নত করার চেষ্টা করছে। আমাদের যার যার জায়গা থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে বাংলাদেশকে আরও উপরের দিকে নিয়ে যাওয়ার। এর আগে বেলা ১২.০০ ঘটিকায় সচিব মহোদয় বিএলআরআই-এ পৌঁছান। এসময় তিনি একটি বৃক্ষরোপণ করেন। এছাড়াও সচিব মহোদয় বিএলআরআই-এর বিভিন্ন গবেষণা খামার পরিদর্শন করেন এবং এসব খামারের পরিচালনা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন। এসময় তিনি খামার ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণের জন্য বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

পোল্ট্রি গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ প্রকল্পের সমাপনী কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "পোল্ট্রি গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ (দ্বিতীয় সংশোধিত)" শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের সমাপনী কর্মশালা গত ২০ জুন ২০২৬ খ্রি. তারিখে সাভারে বিএলআরআই এর প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মো. দেলোয়ার হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএলআরআই এর প্রাক্তন মহাপরিচালক ড. কাজী ইমদাদুল হক এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরিচালক (সম্প্রসারণ) ডা. বেগম শামছুননাহার আহম্মদ। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক।



বেলা ১১.০০ ঘটিকায় ইনস্টিটিউটের সম্মেলন কক্ষে (চতুর্থ তলা) পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হতে পাঠের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর আমন্ত্রিত অতিথিদের উদ্দেশ্যে স্বাগত বক্তব্য এবং পোল্ট্রি গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ (দ্বিতীয় সংশোধিত) প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও অর্জন তুলে ধরেন প্রকল্পটির প্রকল্প পরিচালক এবং বিএলআরআই-এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও দপ্তর প্রধান ড. মো. সাজেদুল করিম সরকার। এসময় তিনি প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রমের ফলাফল এবং প্রকল্পের ভৌত ও অবকাঠামোগত অর্জনসমূহও তুলে ধরেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের পরে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষজ্ঞ আলোচনা। এসময় আলোচনা করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ-এর পোল্ট্রি বিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর ড. মো. শওকত আলী এবং বিএলআরআই এর প্রাক্তন মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার। বিশেষজ্ঞ আলোচকগণের আলোচনার পর অনুষ্ঠিত হয় উন্মুক্ত আলোচনা। এসময় প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হতে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত অধ্যাপকবৃন্দ এবং বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংগঠন থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে সম্মানিত সচিব জনাব মো. দেলোয়ার হোসেন বলেন, জ্ঞান বিজ্ঞানে এগিয়ে যেতে হলে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সমূহের প্যাটেন্ট নিশ্চিত করতে হবে। প্রকল্পের আওতায় যেসব প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে, দ্রুতই সেগুলোর প্যাটেন্টের জন্য আবেদন করতে হবে। এজন্য গবেষণাকে মৌলিক হতে হবে। আগামীতে বিদেশ নির্ভরতা কমিয়ে দেশের সমস্যা চিহ্নিত করে, দেশীয় লোকবল নিয়ে দেশেই উচ্চতর গবেষণা পরিচালনা করতে হবে। পাশাপাশি এসময় কর্মশালার মাধ্যমে যে সব সমস্যার বিষয় উঠে এসেছে, সে সব সমস্যা নিরসনে বিএলআরআইকে উদ্যোগ নিতে এবং দ্রুত এ সংক্রান্ত গবেষণা প্রকল্পের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্যও নির্দেশনা প্রদান করেন।



বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক তার সমাপনী বক্তব্যে বলেন, প্রকল্পের আওতায় বেশ কিছু প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এসব প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে হস্তান্তরের পাশাপাশি প্যাটেন্টভুক্ত করার জন্যও উদ্যোগ নেওয়া হবে। পাশাপাশি প্রকল্পের আওতায় দেশি-বিদেশি বেশ কিছু জার্মপ্লাজম সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় যে সকল খামারিদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, তাদের অনেকেই উদ্যোক্তা হয়ে উঠেছেন। প্রকল্পের আওতায় যে সব যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হবে এবং প্রকল্পের আওতায় কর্মরত দক্ষ জনবল যেন ভবিষ্যতে সংরক্ষণ করা যায় সে বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। উক্ত কর্মশালায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়সহ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের প্রতিনিধিবৃন্দ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, পোল্ট্রি উৎপাদন ও গবেষণা সংক্রান্ত কাজের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও এনজিও প্রতিনিধিবৃন্দ, বিএলআরআই এর বিভিন্ন পর্যায়ের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ব দুগ্ধ দিবস-২০২৬ উদযাপন



বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এর ডেইরি রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং সেন্টারের উদ্যোগে গত ০৪ জুন, ২০২৬ খ্রি. তারিখ "বিশ্ব দুগ্ধ দিবস-২০২৬" উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাচ্চাদের দুগ্ধপান কর্মসূচি এবং সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। "Celebrating the Contribution of Women Farmers" এই মূল প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও বিশ্ব দুগ্ধ দিবস প্রতিপালিত হয়। বেলা ১১.০০ ঘটিকায় প্রশাসনিক ভবনের সম্মুখে বাচ্চাদের দুগ্ধপান কর্মসূচির মাধ্যমে দিবস পালনের কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর ইনস্টিটিউটের সম্মেলন কক্ষে (চতুর্থ তলা) একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। দুধ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, দুগ্ধ শিল্পের বিকাশ ও দুগ্ধ শিল্পের উন্নয়নে বিএলআরআই কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার লক্ষ্যে দিবসটি প্রতিপালিত হয় এবং সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত অতিরিক্ত সচিব জনাব মো. ইমাম উদ্দীন কবীর। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক। এছাড়াও, বিএলআরআই এর সকল বিভাগীয় প্রধান, দপ্তর প্রধান, শাখা প্রধানগণসহ বিএলআরআই এর সকল পর্যায়ের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তা সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।



পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ হতে পাঠের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে সেমিনারটি শুরু হয়। শুরুতেই আমন্ত্রিত অতিথিদের উদ্দেশ্যে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ড. এ বি এম মুস্তানুর রহমান, অতিরিক্ত পরিচালক, বিএলআরআই। স্বাগত বক্তব্যের পরে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডেইরি রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং সেন্টারের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও দপ্তর প্রধান ড. মো. রাকিবুল হাসান। এসময় তিনি দুধের পুষ্টিগুণ ও দুধ পানের গুরুত্ব উপস্থাপনের পাশাপাশি সমগ্র বিশ্বে ও বাংলাদেশে দুধ উৎপাদনের চিত্র, দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনের চিত্র, দুগ্ধ খামার ব্যবস্থাপনা, খামারে নারীর ভূমিকা ও নারীর ক্ষমতায়নে দুগ্ধ খামারের ভূমিকা, দেশীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের গবেষণা কার্যক্রম ও উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ বাংলাদেশের দুগ্ধ শিল্পের বর্তমান অবস্থা, বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ, চ্যালেঞ্জসমূহ হতে উত্তরণের উপায় ও ভবিষ্যৎ করণীয় ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের পরে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষজ্ঞ আলোচনা। এসময় আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও পরিচালক (গবেষণা) (রু.দা.) ড. মো. জিল্লুর রহমান এবং প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রাণী উৎপাদন গবেষণা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. বিপ্লব কুমার রায়। এরপর একটি উন্মুক্ত আলোচনা পর্বও অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনায় বক্তাগণ উল্লেখ করেন, জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার উদ্যোগে প্রতি বছর ১ জুন বিশ্ব দুগ্ধ দিবস পালন করা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দৈনিক প্রায় ২৫০ মিলিলিটার দুধ পান করা উচিত। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্যমতে বর্তমানে আমাদের দেশে মাথাপিছু দৈনিক দুধের প্রাপ্যতা বেড়ে ২৩৯.২৯ মিলিলিটারে পৌঁছেছে। তবে উন্নত দেশের তুলনায় আমাদের দেশে দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য গ্রহণের প্রবণতা এখনও কম। ফাস্টফুড, অতিরিক্ত তেল-মসলা ও চর্বিযুক্ত খাবারের প্রতি মানুষের ঝোঁক বেশি, এতে স্থূলতা, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ ও ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ছে। এ অবস্থায় পুষ্টিকর ও তুলনামূলক সাশ্রয়ী খাদ্য হিসেবে দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য একটি উত্তম বিকল্প। সেই লক্ষ্যেই দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, বৈচিত্র্য আনয়ন এবং ব্যবহার বৃদ্ধি করাকে সামনে রেখে কাজ করে যাচ্ছে।



প্রধান অতিথির বক্তব্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মো. ইমাম উদ্দীন কবীর বলেন, দুধের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতিদিন আমরা দুধ ব্যবহার করছি এবং পান করছি। তবে দুগ্ধজাত পণ্যের বৈচিত্রায়ন করতে হবে, দুধকে নানা শ্রেণির মানুষের কাছে জনপ্রিয় করতে হবে। পাশাপাশি গাভী পালনকে জনপ্রিয় করতে হবে এবং এজন্য আমাদের দেশের ব্যাংকগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে। পাশাপাশি এসময় তিনি প্রাণী খাদ্যের মূল্য কমানোর লক্ষ্যে এবং রোগ নিয়ন্ত্রণে টিকা উদ্ভাবনের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণের জন্যও নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতির বক্তব্যে বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক বলেন, দুধ একটি পূর্ণাঙ্গ খাদ্য। আমরা বর্তমানে দুধের মাথাপিছু চাহিদার লক্ষ্যমাত্রা পূরণের দ্বারপ্রান্তে আছি। লক্ষ্যমাত্রা পূরণে বিএলআরআই এর ডেইরি রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং সেন্টারের ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে। এই সেন্টারের মাধ্যমে বর্তমানে বিভিন্ন ভ্যালু এডেড দুগ্ধপণ্য নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পাশাপাশি দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন এবং এসব জাতের খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও রোগ ব্যবস্থাপনা নিয়েও গবেষণা করতে হবে। গবেষণার মাধ্যমে খাদ্য খরচ কমানোর লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। মধ্যস্বত্বভোগীদের নিয়ন্ত্রণে জাতীয়ভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। গাভী পালনের পাশাপাশি মহিষের সংখ্যা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের কাজ করতে হবে।

উপদেষ্টা
ড. শাকিলা ফারুক
মহাপরিচালক
সম্পাদনা পরিষদ
ড. ছাদেক আহমেদ
মোঃ আল-মামুন
দেবজ্যোতি ঘোষ
মোঃ জাহিদুল ইসলাম